সংবাদ

তারিখ ... 24 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩ ......

গোলটেবিল বৈঠকে তথ্য প্রকাশ

মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার বেড়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি দেয়ার কারণে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : সরকারের ইতিবাচক নীতি নির্ধারণ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষায় বৃত্তি প্রকল্পে দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতা প্রদানের ফলে গত ৫ বছরে পৌর এলাকার বাইরেও মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার অনেকাংশে বেড়েছে। সোমবার এলজিডি ভবনে 'বাংলাদেশে নারী শিক্ষায় বৃত্তি প্রকল্পের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক মাসুদা খাতুন শেফালী মূল প্রবন্ধে এ তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পেলেও দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, যৌন হয়রানির ভয় ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বিধি-নিষেধ নারীদের উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তিনি আরও বলেন, গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে মেয়ে-শিক্ষকের সংখ্যা সরকারের ঘোষণা করা সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। সরকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে, গ্রামের স্কুলগুলোতে মেয়ে শিক্ষকের হার শতকরা ৩০ ভাগ। কিন্তু বাস্তবে রয়েছে মাত্র ১২ জন।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, বর্তমানে গ্রাম-বাংলার বাবা-মায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত এসেছে। আগে গ্রামের অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চাইতো না। কিন্তু সে চিত্র এখন বদলে গেছে। তবে মেয়েদের পাশাপাশি দরিদ্র ছেলেদের জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ জুনায়েদ, ড. গোলাম রসুল মিয়া, ড. মেরিয়াম বেইলি, নীলুফার আহমেদ, তাবাছছুম শাহানাজ শৈবাল, মোখলেছুর রহমান প্রমুখ।